কিউ-বুলেটিন

মে-২০২০

“কিউএফএল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট- ২০২০”

বিজয়ী দলের খেলোয়ারবৃন্দ- কোয়ালিটি এভেঞ্জারর্স (হেড অফিস)

বিজয়ী দল কোয়ালিটি এভেঞ্জারর্স (হেড অফিস) খেলোয়ারদের বিজয় উদযাপন।

ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট- জনাব উজায়ের হাফিজ (ডিরেক্টর- সেলস এন্ড মার্কেটিং) এর হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন সরদার সাব্বির আহমেদ (সিনিয়র ডি জি এম-মার্কেটিং)

বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় গত ৬ই মার্চ ২০২০ কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের “কিউএফএল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২০” অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্টে মোট ৪ টি দল অংশগ্রহণ করে। যার মধ্যে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের ৯ টি জোন থেকে স্নয়ের মাধ্যমে ৩ টি দল করে এবং হেড অফিস থেকে ১টি দল গঠন করা হয়। যা মোট ৪ টি দলে সতন্ত্র নামে নামকরণ করা হয়।

১. কোয়ালিটি এভেঞ্জার্স (হেড অফিস)
২. কোয়ালিটি ওয়ারিয়র্স
৩. কোয়ালিটি চ্যালেঞ্জার্স
৪. কোয়ালিটি থান্ডার্স

বাছাইপর্বের (Qualifier match) মাধ্যমে ফাইনালে কোয়ালিটি এভেঞ্জার্স- কোয়ালিটি চ্যালেঞ্জার্সকে ৮ উইকেটে পরাজিত করে টানা ৩য় বারের মত শিরোপা জিতে নেয়। ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের সন্মানিত ডিরেক্টর (সেলস এন্ড মার্কেটিং) জনাব উজায়ের হাফিজ।

করোনা পরিস্থিতির কারনে সকল প্লান্টগুলোতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা বিধানের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহঃ

কোভিড-১৯ সংক্রামক পরিস্থিতির মধ্যেও, দেশের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষায় প্রানিজ খাদ্য উৎপাদনে (পোল্ট্রী, ডেইরী এবং ফিস) স্থীতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে, কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড তার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া, সরবরাহ এবং বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা চালু রেখেছেন।

সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে বৈঠকের (Assembly) মাধ্যমে সার্বক্ষনিক দিক নির্দেশনা মুলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। (গাজীপুর প্লান্ট)

সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে (তিন ফিট দুরত্ব রেখে) ডাইনিং এ খাবার খাওয়ার (রমজানের পূর্বে) ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।(শাজাহানপুর প্লান্ট)

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা বিধানের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপঃ

- আগত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ড্রাইভারদের ফ্যাক্টরীতে প্রবেশের পূর্বে জীবাণুনাশক/ক্ষারীয় সাবান দ্বারা দু'হাতের কনুইপর্যন্ত ধোয়া,সমস্ত শরীরে জীবাণুনাশক (টিমসেন) স্প্রে করা এবং পা জীবাণুনাশক পানিতে ডুবিয়ে বা ভিজিয়ে প্লান্টে প্রবেশ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- মেইন গেইটে ফরহ্যান্ড টেম্পেরেচার মিটারের মাধ্যমে সকলের স্বাভাবিক তাপমাত্রা পরিমাপ করা হচ্ছে।
- তাছাড়া প্রতি সেকশনে সন্দেহভাজনদের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ডিজিটাল তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ৬০ বছর বা তার বেশী বয়সীদের বাধ্যতামুলক (স্ব-বেতন) ছুটি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কারো যদি মৌসুমি বা ঋতুকালিন সর্দি, জ্বর ও কাশির সমস্যা পরিলক্ষিত হয় তবে তাকে স্ব-বেতন সহ ১৪ দিনের ছুটিতে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কাঁচামাল ও ফিড পরিবহনের কাজে নিয়োজিত সকল পরিবহনে জীবানুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে। (গাজীপুর প্লান্ট)

সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে (তিন ফিট দুরত্ব রেখে) উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হচ্ছে। (শাজাহানপুর প্লান্ট)

- কারখানার সকলের চলাচল সীমিত করা হয়েছে। কাঁচামাল ও ফিড বোঝাই ও খালাসের জন্য আগত ড্রাইভারদের বাহিরে যাতায়াত সীমিত করার লক্ষ্যে প্লান্টের ভিতরে খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কাঁচামাল ও ফিড বোঝাই ও খালাসের জন্য আগত সকল গাড়ীতে জীবানুনাশক স্প্রে করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কাঁচামাল নিয়ে প্রবেশ করা ও ফিড নেওয়ার জন্য আগত সকল গাড়ীর ড্রাইভারদের জন্য আলাদা গোসলখানা ও টয়লেট ব্যবহারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে (তিন ফিট দূরত্ব রেখে) প্লান্টে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া কাজের ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ফ্যাক্টরীর ভিতরে ও বাহিরে রাস্তায় জীবাণুনাশক স্প্রে করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের টয়লেট ব্যবহারের জন্য জীবাণুনাশক/ক্ষারীয় সাবান সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ছাড়া টয়লেট গুলোতে সব সময় জীবাণুনাশক স্প্রে করার জন্য লোক নিয়োগ করা হয়েছে।
- সকল কর্মচারীদের পানিশূণ্যতা পূরনের জন্য প্রতিদিন ওরস্যালাইন খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- প্রত্যেক কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মাস্ক, সার্জারি টুপি, হ্যান্ড গ্লোবস প্রদান করা হয়েছে।
- প্রত্যেক ওয়ার্কারদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিনামূল্যে সি-ভিট, ওরস্যালাইন, জিংক-বি ভিটামিন প্রদান করা হয়েছে।
- সকলের কাজের জায়গায় ০৩ বার জীবাণুনাশক স্প্রে করার মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রত্যেককে ব্যবহারের জন্য হ্যান্ড সেনিটাইজার/জীবাণুনাশক সামগ্রী ও স্প্রেগান সরবরাহ করা হয়েছে।
- সংক্রমিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ বা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকার প্রমাণ মিললে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন/আইসোলেশনে রাখার জন্য প্লান্টের ভিতরে ০৫ শয্যাবিশিষ্ট আইসোলেশন ওয়ার্ড প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
- যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগন গণপরিবহন ব্যবহার করে অফিসে যাতায়াত করতেন,তাদের জন্য অফিস ডর্মিটরিতে ও ভাড়া বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ফ্যাক্টরীর নিজস্ব ওয়ার্কারদের জন্য আলাদা খাবার এবং বসার স্থান করা হয়েছে (তিন ফিট দূরত্ব রেখে)।
- প্রত্যেককে আলাদা আলাদা প্লেট ও গ্লাস সরবরাহ করা হয়েছে, যাতে করে ডাইনিং এ খাবার খাওয়ার ব্যাপারে সবাই সতর্কতার সাথে খাবার গ্রহণ করেন।
- প্রয়োজন সাপেক্ষে কিছু সংখ্যক ড্রাইভার এবং সিকিউরিটি গার্ডদের পি পি ই প্রদান করা হয়েছে।
- প্রত্যেক অফিসারকে একটি করে পানির বোতল ও ওয়ান টাইম গ্লাস সরবরাহ করা হয়েছে।
- সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচেতন করতে সার্বক্ষনিক দিক নির্দেশনা মূলক আলোচনা এবং পরামর্শের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কারখানার ভিতরে ও বাহি রের রাস্তায় জীবাণুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে। (নন্দীগ্রাম প্লান্ট)

আগত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ড্রাইভারদেরকে কারখানাতে প্রবেশের পুর্বে অবশ্যই জীবাণু নাশক/ক্ষারীয় সাবান দ্বারা দু'হাতের কনুই পর্যন্ত পরিষ্কার করা হচ্ছে। (নন্দীগ্রাম প্লান্ট)